গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০৩২.০৬.০১১.১৭-২৫২

তারিখঃ ২৪-০৫-২০১৮

বিষয়ঃ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত জিওবি অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যববরণী প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৪ মে ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (sajalpol@gmail.com) ঠিকানায় প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

২৪/০৫/১৮

(দীপ জন মিত্র)
সহকারী প্রধান
ফোন- ৯৫১৪২৬৬
E-mail: sajalpol@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা
৪। সদস্য (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
৫। সদস্য (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
৬। অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৭-৮। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/বাজেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৯। ইইনসি ইঞ্জিনিয়ার পরিদপ্তর, সেনা সদর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
১০। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালককে কার্যবিবরণী প্রেরণের অনুরোধসহ)
১১। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
১২। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, তেজগাঁও, ঢাকা
১৩। নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
১৪। যুগ্ম-সচিব (বিআরটিসি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫। মহা পরিচালক, সদর দপ্তর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রাকশন ব্রিগেড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
১৬। মহা পরিচালক, সদর দপ্তর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রাকশন ব্রিগেড, দামপাড়া আর্মি ক্যাম্প, চট্টগ্রাম
১৭। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, ঢাকা

অনুলিপি সদয় অবগতি জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরনীটি এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৪। যুগ্মপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫। উপপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬-৭। অফিস কপি/মাস্টার কপি

সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট
◈ সিস্টেম এনালিষ্ট (বিআরটিসি)/ সিনিয়র প্রোগ্রামার
◈ প্রোগ্রামার (বিআরটিএ)
◈ সহকারী প্রোগ্রামার (ডিএমটিসিএল)
◈ সঃ মেঃ ইঞ্জিঃ (ডিটিসিএ/সওজ)
◈ নথি
ডাইরি নং- ১১৬
তারিখঃ- ২৪/৫/১৮

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-27

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত জিওবি অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ নজরুল ইসলাম সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	১৪ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	দুপুর ৩:০০ ঘটিকা
স্থান	:	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

উপস্থাপনা :

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। যুগ্মপ্রধান সভাকে জানান যে, জিওবি অর্থায়নে গৃহীত ১২০টি প্রকল্প আরএডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তন্মধ্যে ৪৭টি প্রকল্প তুলনামূলকভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। চলতি অর্থবছরের আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত জিওবি প্রকল্পসমূহের বিপরীতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৭৯৫৬.৯৯ কোটি টাকা। এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৪৬৪৭.২৮ কোটি টাকা ছাড়পূর্বক ৪২২০.৫১ কোটি টাকা (৫৩.০৪%) ব্যয় হয়েছে। বৈদেশিক সহায়তা প্রকল্পসহ সার্বিকভাবে এ বিভাগের আরএডিপি বাস্তবায়ন হার ৫১.০৫%, যা জাতীয় গড় ৫২.৪২% এর কম। সভায় জোনভিত্তিক প্রতিটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অর্থ ব্যয় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। নিম্নে জোনভিত্তিক আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

২. আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১ আরএডিপি বাস্তবায়ন	সভায় উল্লেখ করা হয় যে, ডিটিসিএ, বিআরটিসি ও ডিএমটিসিএল এর জিওবি অর্থায়নে কোন প্রকল্প নেই। সওজ অধিদপ্তরের আওতায় জিওবি অর্থায়নে মোট ১২০টি প্রকল্প রয়েছে। প্রকল্পসমূহের জোনভিত্তিক বাস্তবায়ন পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ ব্যাখ্যা করেন। তদানুযায়ী ঢাকা জোনের আওতাভুক্ত ১৪টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৩৯৮৯.৪১ কোটি টাকার মধ্যে ২৮২৪.৬৬ কোটি টাকা ছাড় করে ২৭৭৭.৬৬ কোটি টাকা (৬৯.৬৩%) ব্যয় করা হয়েছে। ১৪টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় অবহিত করা হয়। ময়মনসিংহ জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, ১৭টি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দকৃত ৬৯৫.১৯ কোটি টাকার মধ্যে ২৯১.০৯ কোটি ছাড় করে ২৫৮.২০ কোটি টাকা (৩৭.১৪%) ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। একইভাবে চট্টগ্রাম জোনের ১৫টি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দকৃত ৬৯৯.৭২ কোটি টাকার মধ্যে ২৯৪.৪৪ কোটি ছাড় করে ২২০.২৩ কোটি টাকা (৩১.৫০%) ব্যয় করা হয়েছে। সিলেট জোনের ০৯টি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত ৫১৯.৯৬ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ১১৮.৮৬ কোটি টাকা ছাড়পূর্বক ১০২.৮৫ কোটি টাকা (১৯.৭৮%) ব্যয় করা হয়েছে। খুলনা জোনের ১৫টি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দকৃত ৫২১.৩৮ কোটি টাকার মধ্যে ২৯৩.১৯ কোটি টাকা ছাড়পূর্বক ১৯৭.৭৭ কোটি টাকা (৩৭.৯৩%) ব্যয় করা হয়েছে। কুমিল্লা জোনের ১৭টি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত ৫৭৮.১৪ কোটি টাকার মধ্যে ৩১১.০৮ কোটি টাকা ছাড়পূর্বক ২৬১.৫৩ কোটি টাকা (৪৫.২৪%) ব্যয়	(ক) প্রকল্পভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গুনগত মান বজায় রেখে কাজ বাস্তবায়নপূর্বক আরএডিপি'র ১০০% অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। (খ) উপযোজন প্রস্তাব দ্রুত অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সেক্টরের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদির কোন ঘাটতি থাকলে তা দ্রুত সরবরাহ করতে হবে। (গ) কোন প্রকল্পে অর্থ অব্যয়িত থাকলে প্রকল্প পরিচালকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	সকল সংস্থা

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-27

	করা হয়েছে। গোপালগঞ্জ জোনের মাত্র ০৪টি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত ২০৪.১৮ কোটি টাকার মধ্যে ১২৩.৪৬ কোটি টাকা ছাড়পূর্বক ১০৯.৮৯ কোটি টাকা (৫৩.৮২%) ব্যয় করা হয়েছে। বরিশাল জোনের ০৮টি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত ২৬১.০৮ কোটি টাকার মধ্যে ১২১.৪০ কোটি টাকা ছাড়পূর্বক ১০৯.০২ কোটি টাকা (৪১.৭৬%) ব্যয় করা হয়েছে। রাজশাহী জোনের মাত্র ০৪টি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দকৃত ১৬৮.০০ কোটি টাকা হতে ৩০.০০ কোটি টাকা ছাড় করে ৩০.০০ কোটি টাকা (১৭.৮৬%) ব্যয় করা হয়েছে। রংপুর জোনে ২১টি প্রকল্প রয়েছে। প্রকল্পসমূহের বিপরীতে বরাদ্দকৃত ৩৫১.২৩ কোটি টাকা হতে ২৩৯.১২ কোটি টাকা ছাড় করে ১৭২.৫৪ কোটি টাকা (৪৯.১২%) ব্যয় করা হয়েছে। রাজশাহী ও সিলেট জোনের জিওবি প্রকল্প বাস্তবায়ন হার ২০% এর নিচে এবং চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও খুলনা জোনের বাস্তবায়ন হার ৪০% এর কম হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। গত অর্থ বছরের এ সময়ে আরএডিপি বাস্তবায়ন হার ছিল ৬৩.৬৫%। অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে জাতীয় গড় এবং গত বছরের তুলনায় বাস্তবায়ন হার কম হওয়ার কারণ পর্যালোচনা করে অবশিষ্ট সময়ে যথাযথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থব্যয়ের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, ৫০টি প্রকল্প হতে অর্থ বিয়োজনপূর্বক ৫১টি প্রকল্পে যোজনপূর্বক উপযোজন প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। উপযোজন অনুযায়ী সমুদয় অর্থ ব্যয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। উপযোজন প্রস্তাব দ্রুত অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সেক্টরের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদির কোন ঘাটতি থাকলে তা দ্রুত সরবরাহ করার জন্য বলা হয়। কোন প্রকল্পে অর্থ অব্যয়িত থাকলে প্রকল্প পরিচালকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় উল্লেখ করা হয়।		
২.২ নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	সভায় নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের প্রকল্প কোড নম্বর গ্রহণ করে আগামী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিভুক্তকরণের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। একইসাথে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। আরএডিপি'তে যেসব নতুন অনুমোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলোর ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তর ও প্রকল্পের সেতু ও পেভমেন্ট ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের প্রকল্প কোড নম্বর গ্রহণ করে আগামী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপি/iBAS++এ অন্তর্ভুক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (গ) আরএডিপি'তে যেসব নতুন অনুমোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলোর ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তর ও প্রকল্পের সেতু ও পেভমেন্ট ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	সওজ অধিদপ্তর ও সকল সংস্থা/ সকল প্রকল্প পরিচালক

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-27

২.৩ সংশোধিত অননুমোদিত, মেয়াদ উত্তীর্ণ ও সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প	সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প দ্রুত অনুমোদন ও মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, ইআরডি এর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি জানতে চাওয়া হলে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ যথারীতি সমাপ্ত করা সম্ভব হবে বলে জানায়। সমাপ্তযোগ্য প্রকল্প সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রসঙ্গক্রমে খুলনা জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, কুষ্টিয়া শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণে এ বছর সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না। আগামী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার। অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপি অনুমোদনের জন্য অনুষ্ঠিত এনইসি সভার আগের দিন এ ধরণের প্রস্তাব প্রেরণ করে বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। প্রকল্পটি আগামী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপি'তে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য কার্যক্রম বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি তদন্ত করে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের জন্য বলা হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্তির উপর গুরুত্ব দিয়ে আগামী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে যে সব প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারন করা হয়েছে সেসব প্রকল্পের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে সমাপ্তির উদ্যোগ নেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	(ক) সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প দ্রুত অনুমোদন প্রক্রিয়া করতে হবে। (খ) কোন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে সকল কাগজ-পত্রাদিসহ পুর্নাঙ্গ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। (খ) কুষ্টিয়া শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি আগামী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপি'তে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য কার্যক্রম বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। পাশাপাশি যথাসময়ে প্রস্তাব না দেয়ার বিষয়টি তদন্ত করে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে। (গ) আগামী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে যে সব প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারন করা হয়েছে সেসব প্রকল্পের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে সমাপ্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	সকল সংস্থা/ প্রকল্প পরিচালক
২.৪ অর্থ ছাড়	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের আরএডিপি অনুযায়ী এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত জিওবি খাতের ৬০৯৮.৪৩ কোটি টাকা (৫৬.৮৭%) ছাড় করা হয়েছে। অর্থবছরের ৩য় প্রান্তি চলমান এ সময় ৭৫% অর্থ ছাড়া করা সমীচীন বলে মন্তব্য করা হয়। অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কয়েকটি প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে ব্যয় খাত (মূলধন ও রাজস্ব) ভুল থাকায় অর্থছাড় করা সম্ভব হয়নি। তবে যথাসময়ে প্রস্তাব দেয়া হলে সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া যেত। উপযোজনের মাধ্যমে সংশোধনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। উপযোজন প্রস্তাব অনুমোদিত হলে যথারীতি অর্থ ছাড়া করা যাবে। যেসব প্রকল্পের কোন সমস্যা নেই সেসব প্রকল্পের প্রাপ্য বা ৪র্থ কিস্তি/অতিরিক্ত কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) যেসব প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে ব্যয় খাত (মূলধন ও রাজস্ব) ভুল থাকায় অর্থছাড় করা সম্ভব হয়নি সেসব প্রকল্পের ব্যয় খাত সংশোধন করে অর্থছাড় ও ব্যয় করতে হবে। (খ) যেসব প্রকল্পের কোন সমস্যা নেই সেসব প্রকল্পের প্রাপ্য অবশিষ্ট বা ৪র্থ কিস্তি/অতিরিক্ত কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	সকল সংস্থা
২.৫ পিসিআর	সভায় উল্লেখ করা হয় যে, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত ৫০টি প্রকল্পের মধ্যে এ পর্যন্ত ৪৩টি প্রকল্পের পিসিআর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয়েছে। দীর্ঘ ০৯ মাসেও ৭টি প্রকল্পের পিসিআর মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়নি। প্রকল্পসমূহের তালিকা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং) কর্তৃক পড়ে শুনানো হয়। এ সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পিসিআর আগামী আরএডিপি পর্যালোচনা সভার পূর্বে বিনা ব্যর্থতায় প্রেরণ নিশ্চিত	সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে যে ০৭টি প্রকল্পের পিসিআর মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি, সেগুলোর পিসিআর আগামী পর্যালোচনা সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা এ বং পরিকল্পনা উইং

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-27

	করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ব্যতিক্রমে সংশ্লিষ্টদের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সভায় জানানো হয়।		
২.৬ গুরুত্বপূর্ন আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ	সভায় ১০টি জোনের আওতায় গৃহীত ১০টি প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন ও কার্যাদেশ এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এ প্রকল্পসমূহ আঞ্চলিক মহাসড়কের মান উন্নয়নের মাধ্যমে মহাসড়ক যোগযোগ ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। সতুরাং এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন গ্রহণযোগ্য হবে না বলে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হয়। প্রকল্পসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি শিফটিং এর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।	**গুরুত্বপূর্ন আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্পসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি শিফটিং এর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।**	
২.৭ জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ (প্রস্তাবিত)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, ইতোমধ্যে বরিশাল, ঢাকা ও কুমিল্লা জোনের প্রকল্পত্রয় একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অবশিষ্ট ০৭টি (খুলনা, সিলেট, রংপুর, রাজশাহী, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম) জোনের জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা মহাসড়কসমূহ উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড জোরদার করার লক্ষ্যে গৃহীত অবশিষ্ট ০৭টি প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। অনুমোদিত ০৩টি জোনের ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের নির্দেশনা দয়া হয়।	**(ক) ইতোমধ্যে অনুমোদিত বরিশাল, ঢাকা ও কুমিল্লা জোনের প্রকল্পত্রয়ের ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে।** **(খ) জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন সংক্রান্ত অবিশষ্ট ০৭টি প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে অনুরোধ করা হল।**	**পরিকল্পনা উইং এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সকল জোন**
২.৮ ধীরগতি সম্পন্ন প্রকল্প	সভায় প্রকল্পভিত্তিক আলোচনায় দেখা যায় যে, ময়মনসিংহ জোনের উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন (বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম অংশ), কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন সড়ক উন্নয়ন (চামড়াঘাট-মিঠামইন অংশ) (সংশোধিত) প্রকল্প, খুলনা ঝিনাইদহ- চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর-মুজিবনগর সড়ক উন্নয়ন, ভোমরা স্থলবন্দর সংযোগসহ সাতক্ষীরা শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ, মানিকখালী সেতু নির্মাণসহ আশাশুনি-পাইকগাছা সড়ক উন্নয়ন (সংশোধিত), কুষ্টিয়া শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ (সংশোধিত) প্রকল্প, সিলেট জোনের বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ২০১১ সালে হতে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পসমূহ প্রতি অর্থবছরেই সমাপ্তির জন্য নির্ধারন করা হলেও সমাপ্ত করা হচ্ছে না। ফলে প্রকল্পের সুফল যেমন বিলম্বিত হচ্ছে তেমনি প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে এবং এ বিভাগের প্রকল্প তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে। সুতরাং আগামী অর্থবছরে আবশ্যিকভাবে এ প্রকল্পসমূহ সমাপ্ত করার এখনি উদ্যোগ নেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	**আলোচনা অনুযায়ী ধীরগতি সম্পন্ন প্রকল্পসমূহ আগামী অর্থবছরে আবশ্যিকভাবে সমাপ্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।**	
২.৯ প্রকল্পের ভেরিয়েশন	সভায় আলোচনাকালে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ বৃদ্ধির প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। যেসব প্রকল্প সমাপ্ত হবে সেগুলোর ভেরিয়েশন প্রস্তাব দ্রুত সংশ্লিষ্ট অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করে নিষ্পত্তির জন্য বলা হয়। প্রকল্প প্রণয়নকালে যথাযথ সার্ভে ও স্ট্যাডি করে আরো সর্তকতা ও দক্ষতার সাথে প্রাক্কলন ও ডিজাইন প্রস্তুত করে ডিপিপি প্রণয়নের উপর জোর দেয়া হয়, যাতে বার বার ভেরিয়েশন প্রস্তাব অনুমোদনের প্রস্তাব উত্থাপিত না হয়।	**(ক) যেসব প্রকল্প সমাপ্ত হবে সেগুলোর ভেরিয়েশন প্রস্তাব দ্রুত সংশ্লিষ্ট অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।** **(খ) প্রকল্প প্রণয়নকালে যথাযথ সার্ভে ও স্ট্যাডি করে আরো সর্তকতা ও দক্ষতার সাথে প্রাক্কলন ও ডিজাইন প্রস্তুত করে ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে।**	

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-27

২.১০ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প			
অনুমোদিত প্রকল্প			
১) বাংলাদেশ- মায়ানমার মৈত্রী সড়ক (বালুখালী-ঘুনদুম) নির্মাণ মেয়াদকাল: ০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১১৪.৯৫ কোটি টাকা এডিপি ক্রম: ৩১	সভাকে অবহিত করা হয় যে, সীমান্ত অংশে সেতু বাদ দিয়ে ডিপিপি সংশোধনের জন্য পিএসসি সভায় সুপারিশ করা হয়। পিএসসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধন করে দ্রুত অনুমোদন প্রক্রিয়াকরার জন্য বলা হয়।	পিএসসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধন করে দ্রুত অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে।	৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড চট্টগ্রাম ও সওজ অধিদপ্তর
২) মহালছড়ি-সিন্দুকছড়ি-জালিয়াপাড়া সড়ক পুন:নির্মাণ মেয়াদকাল: ৩০/১২/২০১৬-৩০/১২/২০১৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৪.৯৯ কোটি টাকা এডিপি ক্রম: ৮০	সভায় জানানো হয় যে, পার্বত্য অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের জন্য গৃহীত এ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার জন্য বলা হয়।	পার্বত্য অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের জন্য গৃহীত এ প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।	৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড চট্টগ্রাম
৩) ২.২৬ ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টার সেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচর-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ মেয়াদকাল: (১-৩-২০১৬ হতে ৩০-৬-২০২০) প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬২৫২.২৯ কোটি টাকা এডিপি ক্রম: ৫৯	সভায় উল্লেখ করা হয় যে, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। আরডিপিপি অনুমোদন ব্যতিত আর কোন সমস্যা নেই। আরডিপিপি পিইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত হয়েছে। পিইসি'র সুপারিশ অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত দাখিলের জন্য বলা হয়। একইসাথে আরএডিপি'তে প্রদত্ত বরাদ্দ কাজের গুনগত মান বজায় রেখে ব্যয়ের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	(ক) পিইসি'র সুপারিশ অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। (খ) আরএডিপি'তে প্রদত্ত বরাদ্দ কাজের গুনগত মান বজায় রেখে ব্যয় করতে হবে।	
৪) কক্সবাজার-টেকনাফ-মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ (শিলখালী থেকে টেকনাফ)	সভায় জানানো হয় যে, এ প্রকল্পটি জুন ২০১৮ এ সমাপ্ত হবে বলে জানানো হয়। প্রকল্পটির অনুকূলে উপযোজন করে অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা হয়েছে! এ অর্থ ব্যয়ের পরামর্শ দেয়া হয়।	এ প্রকল্পটি জুন ২০১৮ এ সমাপ্ত করতে হবে।	
৫) রুমা-বগালেক-কেওক্রাডং সড়ক উন্নয়ন	সভায় জানানো হয় যে, এ প্রকল্পের ৮৪% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যথারীতি চলমান কাজ সমাপ্ত করার বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।	প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করতে হবে।	
৬) আলীকদম-জালানীপাড়া-করুকপাতা-পোয়ামুহরী সড়ক নির্মাণ প্রকল্প	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটির কাজ অব্যাহতভাবে করা হচ্ছে। আপাততঃ কোন সমস্যা নেই। প্রকল্পটি পর্যালোচনা করে যথাসময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	যথাসময়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	
৭) বগাছড়ি-ননিয়ারচর-লংগদু সড়কের ১০ম কি:মি: এ চেংগী নদীর উপর ৫০০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ	সভায় জানানো হয় যে, পার্বত্য অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এ সেতুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরএডিপি'তে প্রাপ্ত বরাদ্দ ছাড় করা হয়েছে। সমুদয় অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে।	সেতুটি নির্মাণের জন্য আরএডিপি'তে প্রাপ্ত বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।	
৮) সিলেট শহর বাইপাস-গ্যারিসন লিংক টু শাহ পরাণ সেতু ঘাট সড়ক ৪ লেন মহাসড়ক উন্নয়ন	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়নের পর অনুমোদন হওয়ায় মূল এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তবে পরে এ প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। আরএডিপি'তে চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উপযোজন প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার পর যথারীতি এ অর্থ ব্যয় করা হবে। আশা করা	উপযোজন প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার পর যথারীতি এ অর্থ ব্যয় করতে হবে।	

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-27

	যায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হবে।		
৯) থানচি-রিমাকরি-মদক-রিকরি সড়ক নির্মাণ প্রকল্প	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দ যথারীতি ব্যয় করা সম্ভব হবে। চলমান কাজ নির্ধারত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা যাবে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	প্রকল্পটি কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সমাপ্ত করতে হবে এবং সমুদয় অর্থ ব্যয় করতে হবে।	
১০) মিরপুর ডিওএইচএস গেট-২ হতে মিরপুর-১২ বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	সভায় জানানো হয় যে, এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী'র ২৪ কন্ট্রাকশন ব্রিগেড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে এমআরটি লাইন-৬ প্রকল্প বাস্তবায়নের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। আরএডিপি'তে প্রদত্ত বরাদ্দ যথারীতি ব্যয় করা সম্ভব হবে।	প্রকল্পের কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।	
১১) সীমান্ত সড়ক (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা) নির্মাণ প্রকল্প মেয়াদকাল: ০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৬৯৯.৮৫ কোটি টাকা এডিপি ক্রম:	সভাকে জানানো হয় যে, সম্প্রতি প্রকল্পটি শর্তসাপেক্ষ্যে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। একনেক এর নির্দেশনা অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত একনেক উইং এ প্রেরণপূর্বক নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে অনুমোদন পত্র জারির ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	একনেক এর নির্দেশনা অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	পরিকল্পনা উইং
অননুমোদিত প্রকল্প			
১২) ওয়াকওয়ে/সাইকেলওয়ে নির্মাণ প্রকল্প (কলাতলী হতে লাবনী পয়েন্ট)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পটি'র ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে প্রকল্পটির অর্থায়ন নিশ্চিত করে এবং অগ্রাধিকার নির্নয় করে পুনরায় প্রেরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জানানো হয়েছে।	পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনার আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড চট্টগ্রাম
১৩) ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভর সেনানিবাসস্থ শ্যুটিং ক্লাব পয়েন্টে আন্ডারপাস নির্মান	প্রকল্পটির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখার নির্দেশনা দেয়া হয়।	অনুমোদনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী
২.১১ বিবিধ	আইএমইডি'র চাহিদা অনুযায়ী এডিপিভুক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি যথাসময়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	আইএমইডি'র চাহিদা অনুযায়ী এডিপিভুক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি যথাসময়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী ও অতি: প্রধান প্রকৌশলী (সকল জোন)

৩. অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-27